1496

দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR 24 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৭

কলেজে কলেজে সমান্তরাল প্রশাসন

গুটিকয়েক বাদ দিয়ে সম্মান কোর্স রয়েছে বা চালু হয়েছে এমন প্রায় প্রতিটি সরকারি কলেজেই অনভিপ্রেত এক অবস্থা বিরাজ করছে। প্রায় প্রতিটি কলেজেই গড়ে উঠেছে একটি সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা এবং চলছে এক ধরনের প্রকাশ্য বাণিজ্য। শিক্ষকবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রেই অসহায়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই চলছে আপোস রফা। আপোস যেখানে ব্যর্থ, সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে উত্তপ্ত অবস্থা। এ সম্পর্কে খবরও আসছে পত্রিকার পাতায়।

অনার্স কলেজগুলোতে এখন প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছেন না। সংসদের ছাত্র নেতৃবৃন্দ অথবা যেখানে সংসদ নেই সেখানে বিভিন্ন দলের ছাত্র নেতারা গড়ে তুলেছে সমান্তরাল প্রশাসন। প্রথমত তাদের কোটা থাকতে হবে এবং ভর্তি ফরমের সিংহভাগ তারা বিক্রি করবে। শুধু তাই নয়, ভর্তি করিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা অংকের অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এভাবে বহু টাকার বাণিজ্য চলছে শিক্ষাঙ্গনে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলেই এখন এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ একটু বেঁকে বসছে, সেখানেই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে। খবরে প্রকাশ, জামালপুরের আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হয়েছেন। তার অপরাধ: ছাত্র নেতৃত্বের অনুমোদন না নিয়ে কেন তিনি অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্যদের তালিকা প্রকাশ করলেন। নীলফামারী সরকারি কলেজের শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত হয়েছেন একই অপরাধে। এখানে কোটা মেনে নেবার পরেও ছাত্র নেতাদের আরো বেশি তাদের লোক ভর্তি করানোর দাবি ছিল। অবশেষে শিক্ষক পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার, কলেজের এই বাণিজ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বৃহৎ দুটো ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল একাট্টা হয়ে গেছে। এ যেন সাপে-নেউলে গলাগলি। এরকমই ঘটেছে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে। পত্রিকায় খবর এসেছে এ সম্পর্কে। কোন কোন কলেজে এ রকমও ঘটেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশের পর তারা বিদায় নিতে না নিতেই ফল সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। ছাত্র নেতাদের পাঠানো স্লিপ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ছাত্র ভর্তি করেছে।

মোট কথা, আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বলতে চাই, অনার্স কলেজগুলোর ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন ক্ষমতা নেই। প্রায় সবখানেই আপোস রফা চলছে এবং কলেজ প্রশাসনের সাথে ছাত্র নেতাদের লেনদেন চলছে। যা এখন সংশ্লিষ্টদের মুখে মুখে 'সিক্সটি ফোরটি' হিসেবে প্রচলিত। অনার্স শিক্ষাও যে দেশে এতটা খেলো হতে যাচ্ছে তার প্রমাণ এই ধরনের ভর্তি পরীক্ষা। আসলে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে চাচ্ছেন কিনা এ নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। কেননা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হাতেগোনা কয়েকটি বড় কলেজ বাদ দিয়ে অধিকাংশ কলেজে যে অনার্স এবং কোন কোন কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে তার দিকে একবার তাকালে যেকোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আতংকিত হবেন। বিভাগগুলোতে দু' তিন কিংবা চারজনের বেশি শিক্ষক নেই। অথচ তাদের পড়াতে হচ্ছে প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, স্নাতক প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ, সম্মান প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ, মাস্টার্স প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ। কোন দৈত্য দানব ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে যা আদৌ সম্ভব নয়। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নেই লাইব্রেরি, নেই বইপত্র এবং উপযুক্ত ল্যাবরেটরি। বলা যায়, একেবারেই বেহাল অবস্থা। তারপরও বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপে কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স খুলতে দিয়ে কর্তৃপক্ষ উচ্চ শিক্ষার কয়টা বাজাচ্ছেন তা একবারও সরজমিনে তদন্ত করে ভেবে দেখা হবে কি?

মোট কথা, অনার্স ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গুটিকয়েক কলেজকে বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত কলেজেই যা ঘটছে তা রীতিমতো আতংকজনক। উচ্চ শিক্ষার নামে এই প্রহসনের অর্থ কি থাকতে পারে তা আমাদের জানা নেই। অনার্সে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের অধিকাংশের যোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনি তারা কি শিখবে, কে শেখাবে সেই প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কি কিছুই করণীয় নেই?